বাংলা বিভাগ

দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

কথকতা

কালীঘাট পটচিত্র
উনিশ শতক
শিল্পী: অজানা

বিভাগীয় সমাচার দর্পণ ৪

জুন-ডিসেম্বর
২০২৪

বিভাগীয় সমাচার দর্পণ ৪ প্রকাশ উপলক্ষ্যে বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। তাঁর নিরন্তর প্রণোদনায় আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি।

চন্দননগর সরকারি কলেজ থেকে শেলি মুখোপাধ্যায়, এবং লালগড় সরকারি কলেজ থেকে অনামিকা মুখোপাধ্যায় বদলি হয়ে আমাদের বিভাগে যোগদান করেছেন। বিভাগের পক্ষ থেকে দুই নবীন অধ্যাপিকাকে স্বাগত জানাই।

সারস্বতচর্চা এবং শৈল্পিক নৈপুণ্যে বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা দক্ষতা প্রদর্শন করছেন। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে যোগদান করেছেন বিভাগের ছয়জন ছাত্রছাত্রী। পঞ্চম সেমেস্টারের দুজন ছাত্রছাত্রীর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে একদিন পত্রিকায়। বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই চিত্রকলায় পারদর্শী। Gender বিষয়ক আন্তর্বিভাগীয় আলোচনাচক্রে পিপিটি-উপস্থাপনায় বাংলা বিভাগ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। মৌলিক চিন্তা ও রচনার সঙ্গে চিত্রচর্চার মেলবন্ধনে প্রস্তুত ছাত্রছাত্রীদের পিপিটি-উপস্থাপনটি সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে।

এই পর্বে বাংলা বিভাগের এড-অন কোর্সের বিষয় ছিল: গল্প-বলা: কথা ও বার্তার কৃৎকৌশল/ The Art of Story-Telling। এই কোর্সে কথার উপস্থাপন বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করাই ছিল বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য। ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও উৎসাহে শিক্ষকেরাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বিভাগের শিক্ষকদের সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন পেশাদারী ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ শিক্ষকেরাও এই কোর্সে পাঠদান করেছেন। সকল অতিথি শিক্ষকদের প্রতি দুর্গাপুর সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ছাত্রছাত্রীদের সিলেবাসের প্রয়োজনে আয়োজিত অনলাইন আলোচনাসভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়। এই সভায় যোগদান করেছিলেন বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকবৃন্দ। সেমিনার-অন্তে প্রশ্নোত্তর পর্বে তাঁদের মতামত ও আলোচনায় আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সমৃদ্ধ হয়েছে। সকলের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিনতি নিবেদন করি।

মানস কুণ্ডু
বিভাগীয় প্রধান

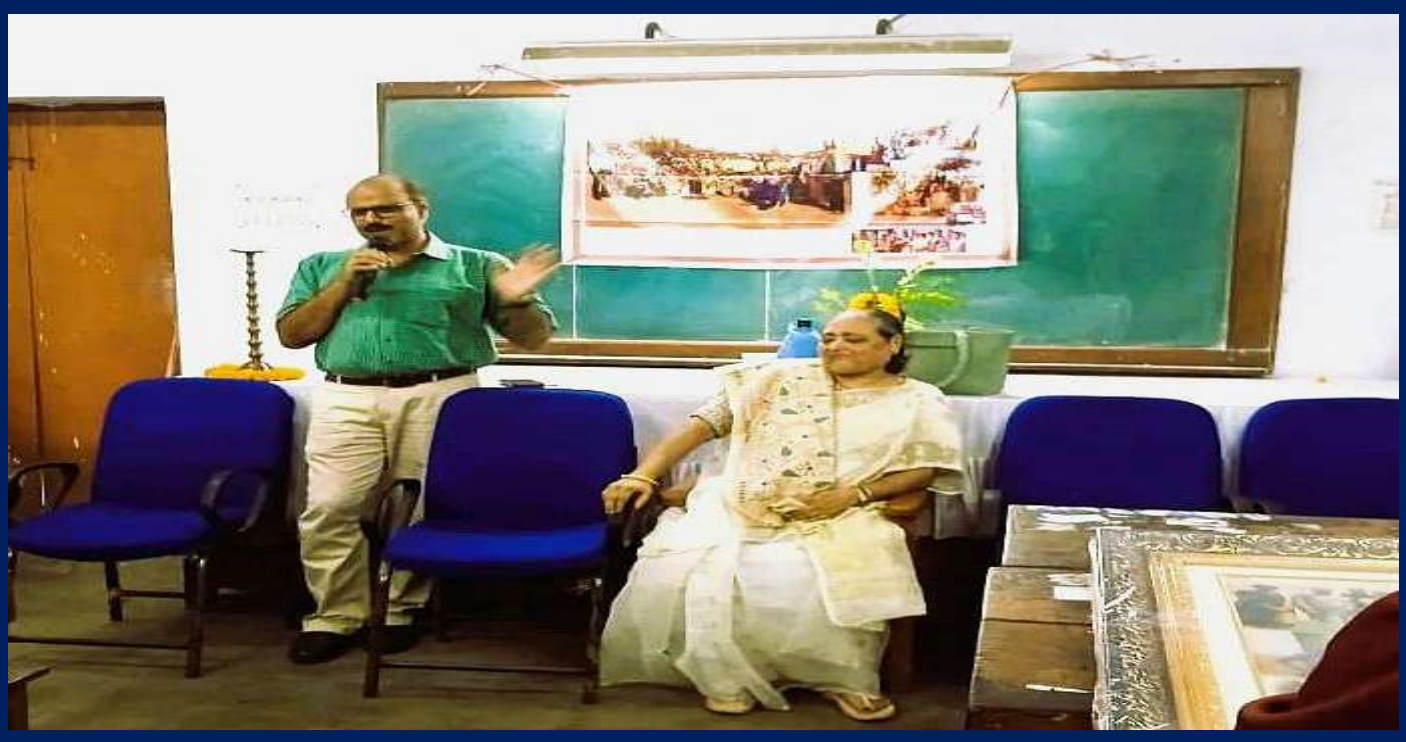

অধ্যক্ষ দেবনাথ পালিত ও অধ্যাপিকা জয়ন্তী সাহা।
অধ্যাপিকা জয়ন্তী সাহার অবসর-জনিত বিদায়গ্রহণ অনুষ্ঠান

কথকতা ১

Add-on Course: গল্প-বলা: কথা ও বার্তার কৃৎকৌশল: The Art of Story-Telling

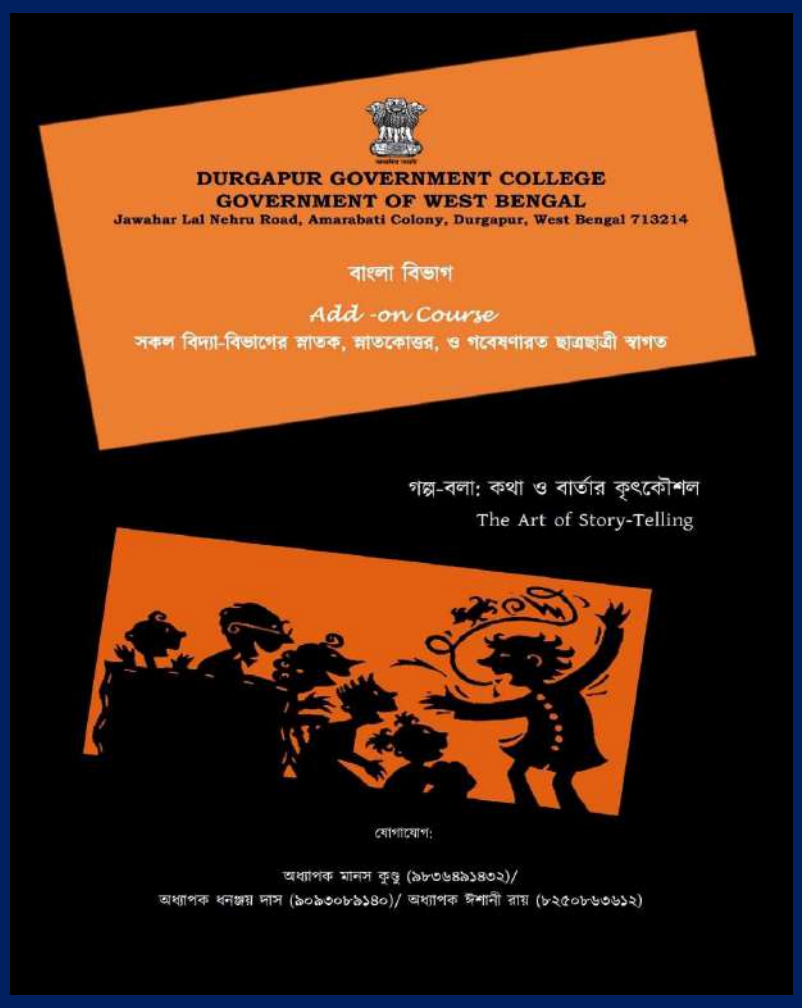

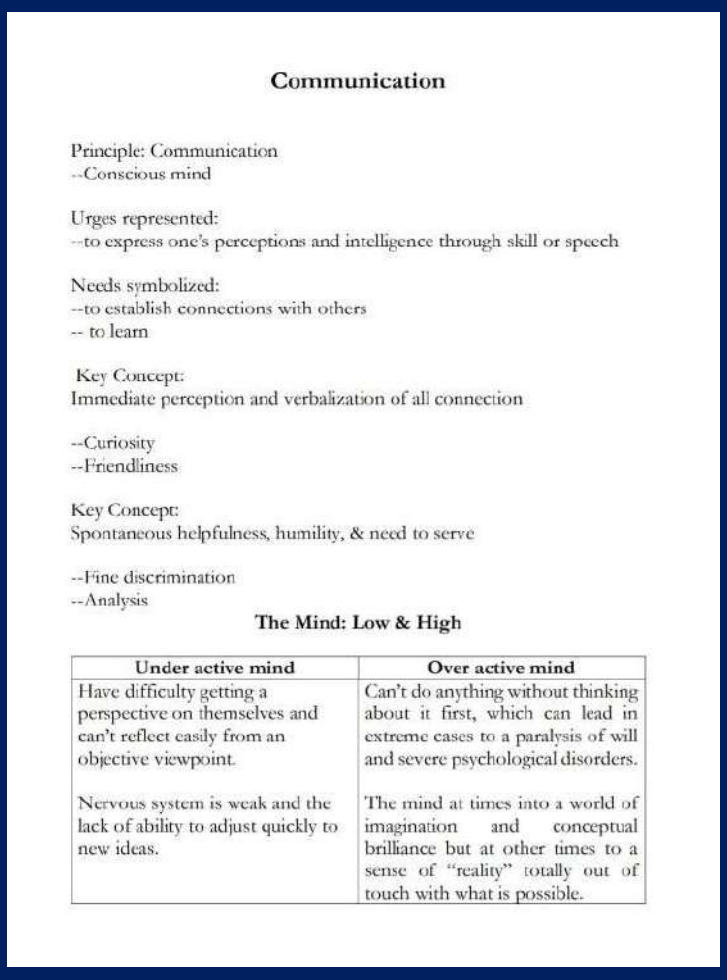

Communication

Principle: Communication
--Conscious mind

Urges represented:
--to express one's perceptions and intelligence through skill or speech

Needs symbolized:
--to establish connections with others
-- to learn

Key Concept:
Immediate perception and verbalization of all connection

--Curiosity
--Friendliness

Key Concept:
Spontaneous helpfulness, humility, & need to serve

--Fine discrimination
--Analysis

The Mind: Low & High

Under active mind	Over active mind
Have difficulty getting a perspective on themselves and can't reflect easily from an objective viewpoint. Nervous system is weak and the lack of ability to adjust quickly to new ideas.	Can't do anything without thinking about it first, which can lead in extreme cases to a paralysis of will and severe psychological disorders. The mind at times into a world of imagination and conceptual brilliance but at other times to a sense of "reality" totally out of touch with what is possible.

অধ্যাপক অভীক মজুমদার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

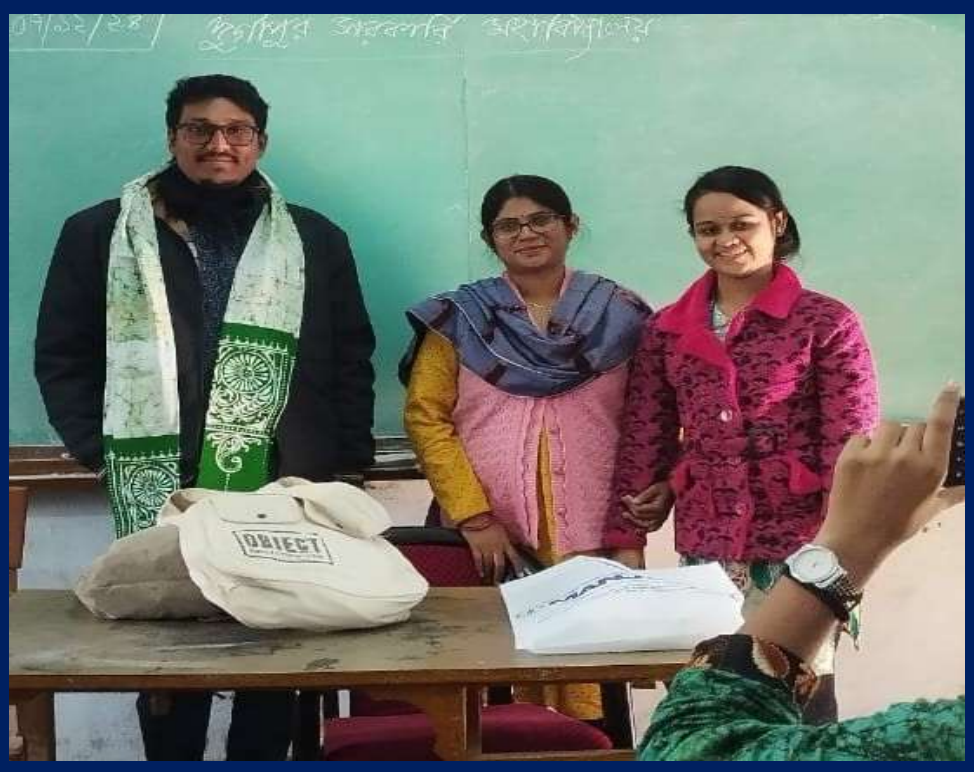

অধ্যাপক সায়নদীপ ব্যানার্জি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
সঙ্গে, অধ্যাপিকা ঈশানী রায় ও ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জি (ছাত্রী, পঞ্চম সেমেস্টার)

ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে
অধ্যাপক অমিতায়ু চক্রবর্তী, ইংরেজি বিভাগ, দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ

কথকতায় পটচিত্র: মন্দিরা দাঁ, প্রথম সেমেস্টার, বাংলা মেজর

কথকতা ২

Gender বিষয়ক আন্তর্বিভাগীয় আলোচনাচক্রে পিপিটি-উপস্থাপনায় বাংলা বিভাগ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

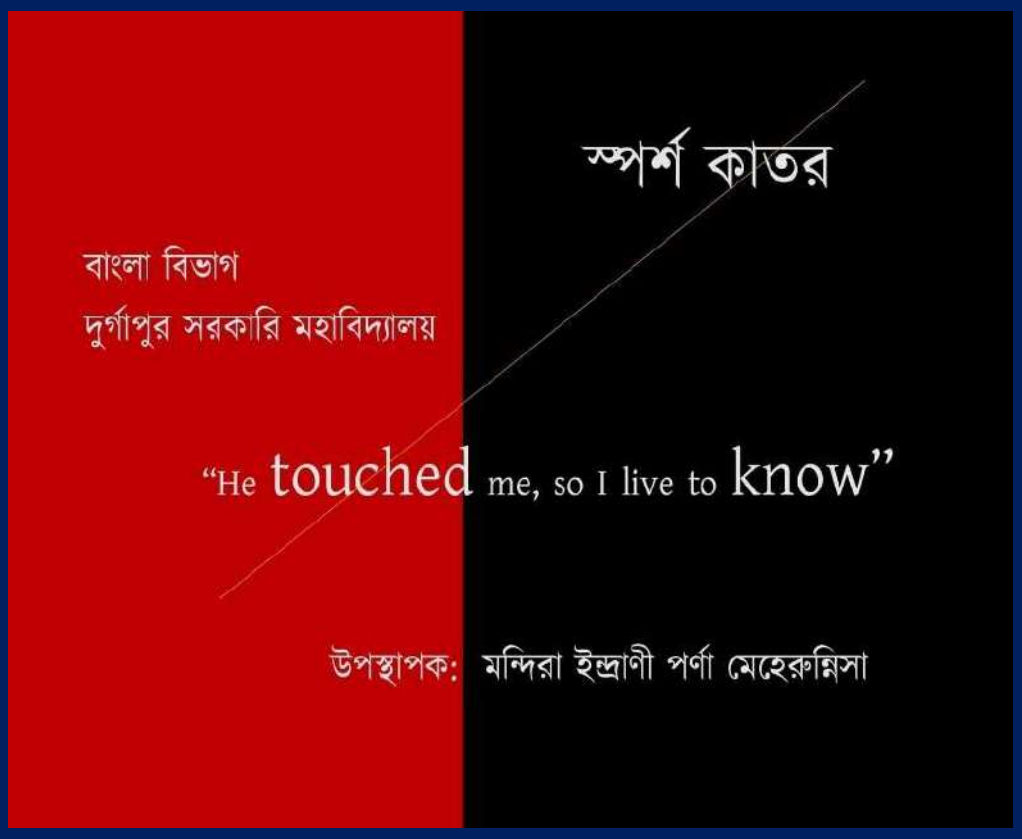

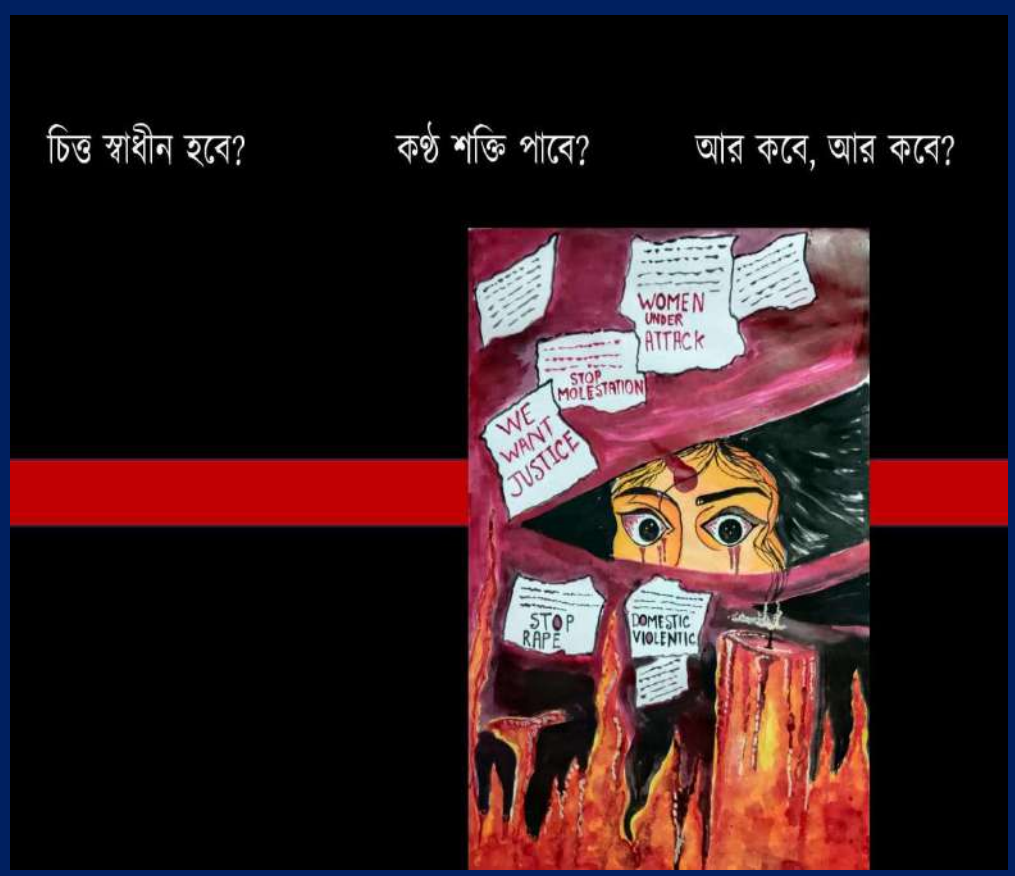

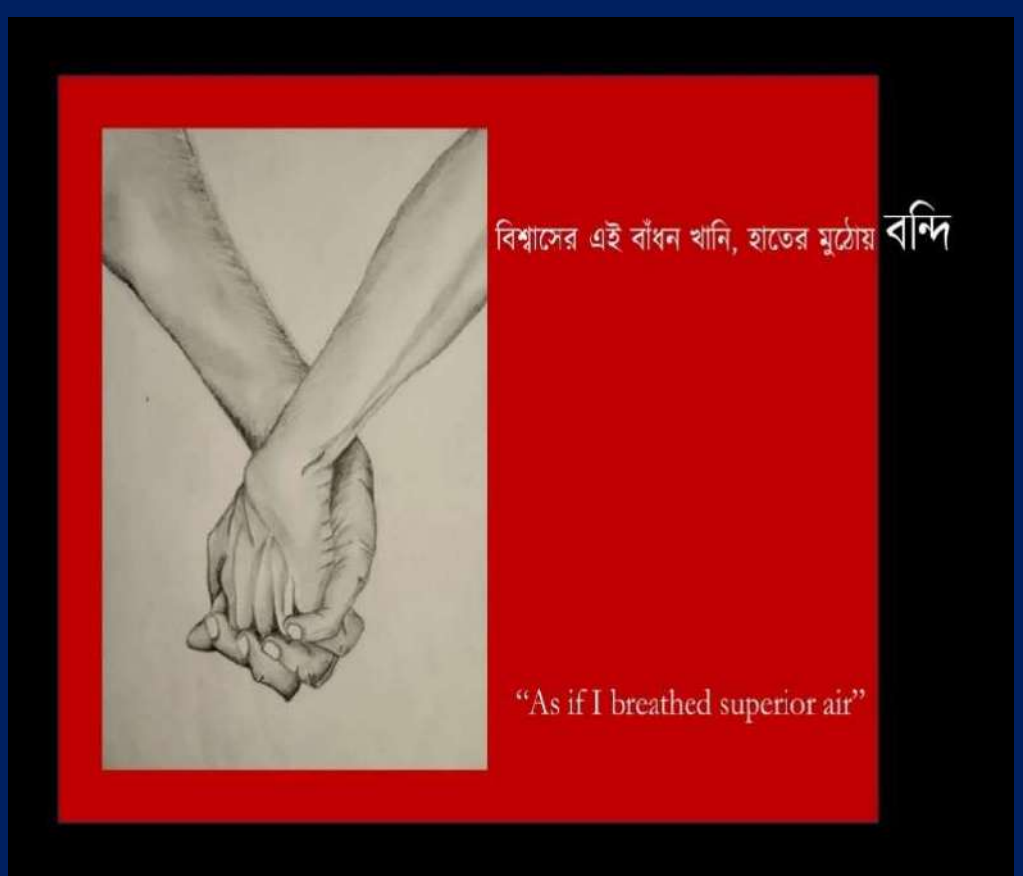

উপস্থাপক: মন্দিরা দাঁ, প্রথম সেমেস্টার মেজর, ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জি, পর্ণা ঘাঁটি, ও মেহেরুন্নিসা (পঞ্চম সেমেস্টার)

কথকতা ৩: অন্নিকা দাস, তৃতীয় সেমেস্টার, বাংলা মাইনর, ও এড-অন কোর্সের ছাত্রী

ইতিহাস মেজর, বাংলা মাইনর

কলেজে পড়ার বিষয় যে কী হবে, তা নিয়ে বেশ চিন্তায় ছিলাম। সাহিত্যের প্রতি আমার দীর্ঘকালীন প্রেম, আবার ইতিহাসের প্রতিও নতুন আগ্রহ জেগেছে। অল্পদিনের চর্চাতেই বুঝতে পেরেছিলাম, যে সাহিত্য ও ইতিহাস, উভয় ক্ষেত্রেই জানার বিষয় অফুরন্ত! একটা বিষয় নির্বাচন করলে যে অন্য বিষয় পড়া হবে না, এই ভাবনায় মনে মনে বেশ পীড়িত হতাম। এমন সময়ে মনে হল একটা কথা! বেশ একটা নতুন ধারণা যেন। ভেবে দেখলাম যে, যদি আমি ইতিহাস পড়ি, তাহলে সেই সূত্রে সাহিত্য তো আমায় আমায় পড়তেই হবে, কারণ ইতিহাস রচনার এক প্রধান উপাদানই যে সাহিত্য! কিন্তু যদি সাহিত্য পড়ি? মনে হল, সাহিত্য পড়লে ইতিহাস পড়ার সুযোগ তো খুবই কম। সেই সময়ে আরও মনে হচ্ছিল, যে ইতিহাস পড়লেও আমি আসলে সাহিত্যের মধ্যেই থাকতে পারব, কারণ ইতিহাস যে আসলে সাল-তারিখ সমেত একটা গল্পই বটে! তাই ইতিহাস পড়তে পড়তেই সাহিত্যের বিষয়গুলোও আমার জানা হয়ে যাবে। এইরকম একটা চিন্তা থেকেই আমি ইতিহাস অনার্স ভর্তি হয়েছিলাম, এবং এর সঙ্গে মাইনর সাবজেক্ট ছিল বাংলা। কলেজে ভর্তি হলাম, কিন্তু মনে সংশয় একটা থেকেই গেল। সিদ্ধান্তটা ঠিক না ভুল, এই নিয়ে ক্রমাগতই ভাবতে থাকলাম। অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, কেন ইতিহাস পড়ছি? লোককে বেশ যুক্তি সহকারেই বোঝাতে চেষ্টা করি, তারপর প্রশ্নহীন হয়ে লোকে শোনে আমার কথা, কিন্তু নিজে বুঝতে পারি, কোথায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে! বাইরের কাউকেই আমি এই সংশয়ের কথা জানাইনি। ইতিহাস আমি পড়ছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার লক্ষ্যটা ঠিক কী? একদিন বাংলার ক্লাসে মানস স্যার সেই অতি পরিচিত প্রশ্নটি করলেন। "আচ্ছা, ইতিহাস পড়বি কেন ঠিক করলি?" আমি আবারও সেই উত্তরটি দিলাম। স্যার বললেন, "ভেরি ইন্টারেস্টিং! তোকে একটা বই দেব। অশীন দাশগুপ্তর ইতিহাস ও সাহিত্য। পড়বি।" বইটি পড়ে বুঝলাম, ইতিহাসই এক সাহিত্য, আর সাহিত্যের মধ্যেই পরতে পড়তে লুকিয়ে থাকে ইতিহাস!

বিষয়টি নিঃসন্দেহে জটিল। ঐতিহাসিক যে ইতিহাস লেখেন তা কোনো ধ্রুববাক্য নয়। নির্বাচিত নানা সাক্ষ্যপ্রমাণে তিনি নির্মাণ করেন এক অতীত। তারপর লিখন-ক্রিয়ার মাধ্যমে সেই পাঠ-টিকে তিনি পৌঁছে দেন পাঠকের হাতে। সাক্ষ্যপ্রমাণের নির্বাচন আর রচনা-কৌশলের কারণে ইতিহাস এক রচনা/নির্মাণ হয়ে ওঠে। প্রায় সাহিত্যিকের মতোই তিনি অতীতের নানা খানাখন্দ ঘুরে উপস্থিত করেন অতীতের এক ভাষ্য। তথ্য-প্রমাণ সাজানোর পাশাপাশি তিনি অনুমান-কল্পনার এক অনুপম ভাষ্য-রচয়িতাও বটে। ইতিহাস-রচয়িতার ভাষা অনেক সময়েই সাহিত্য-রচয়িতার সঙ্গে টক্কর দেয়। যেমন যদুনাথ সরকারের রচনা। খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম, সৌভিক স্যার একবার বলেছিলেন, স্যার যদুনাথ ছিলেন সাহিত্যের ছাত্র! নিঃসন্দেহে, ঐতিহাসিক ঠিক সাহিত্যিকের মতো স্বাধীন নন। পাথুরে বা অকাট্য প্রমাণ ছাড়া ইতিহাস-কথন দাঁড়ায় না, সাহিত্যিকেরও তথ্য প্রয়োজন; কিন্তু সাহিত্যকারের কল্পনার স্বাধীনতা আছে। কল্পনার আকাশে গল্পের ঘুড়ি উড়িয়ে তিনি অবিশ্রাম কাটাকুটি খেলায় পাঠককে মোহিত করতে পারেন। এখন আমার মনে হয়, সব ইতিহাসই সাহিত্য, কিন্তু সব সাহিত্যই ইতিহাস নয়। বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক উপন্যাসও আসলে ইতিহাস নয়, সাহিত্য!

ইতিহাসের ছাত্রী হয়ে তাহলে সাহিত্য পড়ব কেন? এইভাবে বুঝি যে, ইতিহাস তো আসলে সময়ের ইতিহাস। সময় হল কাল, আর সেই কালবর্তী এক স্থানের গল্পই তো আমরা ইতিহাসে পড়ি। এই স্থান-কালকে আরও গভীরে বোঝবার জন্যে সেই সময়ের সাহিত্য কখনও কখনও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ছাড়া সাহিত্যিক উপাদান অবশ্যই ইতিহাস রচনার একটি প্রধান উপকরণ। ইতিহাস-লেখক কখনও সাহিত্যকে অনেকটা তথ্যের জন্যেই হয়ত ব্যবহার করেন। কখনও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অথবা সামাজিক অবস্থা অনুধাবনের জন্যই ঐতিহাসিককে সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু আরও ভিন্ন ভিন্ন কারণেও সাহিত্যের কাছে যাওয়া যেতে পারে। মানুষের ইতিহাস তো মানুষের মনস্তত্ত্ব না বুঝে লেখা যায়না। এই মনকে কেমন করে ছুঁতে পারেন কোনো সাহিত্যিক? কেবল সাহিত্যই নয়, সাহিত্যিকের এই দৃষ্টিকে মনে হয় অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। সাহিত্যিকের কল্পনা যে কেবল খেয়ালি-পোলাও মাত্র নয়, ইতিহাসের বাস্তবে সম্ভাব্য সত্যের সন্ধানও দিতে পারে, যে কোনো সংবেদনশীল ঐতিহাসিক মাত্রেই তা বুঝতে পারবেন।

কিছুদিন থেকেই একটা দুষ্টু ভাবনা ভাবছি, আমার ইতিহাসের শিক্ষক আর সাহিত্যের শিক্ষকের সঙ্গে একটা লড়াই বাঁধিয়ে দিলে কেমন হয়! এই লড়াইয়ের ফাঁকে ক্ষণে ক্ষণে আমি স্থান-বদল করব। একবার ইতিহাসের চশমা দিয়ে পড়ব সাহিত্য, পরক্ষণেই সাহিত্যের চশমায় পড়ব ইতিহাস! এভাবেই একদিন আমার বইয়ের তাকে বাসা বাঁধবে হেরোডোটাস থেকে নোভা হারারি, আর বিছানায় থাকবে তলস্তয় থেকে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ হয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়!

কথকতা ৪: তৃপ্তি টুডু, তৃতীয় সেমেস্টার, বাংলা মাইনর, ও এড-অন কোর্সের ছাত্রী

সাঁওতালি-বাংলা-ইংরেজি অনুবাদ কর্মশালা

গত ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪, দুর্গাপুর সরকারি কলেজে এক অনুবাদ কর্মশালা (সাঁওতালি–বাংলা–ইংরেজি), আর এই বিষয়ে সেমিনার–বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের কলেজে বোধহয় এই প্রথম সাঁওতালি ভাষাকে নিয়ে কোনো সেমিনারের আয়োজন করা হল। আমি নিজে একজন সাঁওতাল, ফলে খুব উৎসাহ ছিল। এই সেমিনারের আয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আমি আর আমার কয়েকজন বন্ধুরাও ছিল। বাংলা বিভাগের মানস স্যার আর ইংরেজি বিভাগের অনিন্দিতা ম্যাম ছিলেন পুরোধা। কর্মশালার জন্য আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল সাঁওতালি ও অ-সাঁওতাল ছাত্রছাত্রীদের একত্র করা। সেমিনার শুরুর আগে আমি খানিক উদ্বিগ্ন ছিলাম। সত্যিই কতজন আগ্রহী হবে এই সেমিনারে, তা নিয়ে চিন্তা ছিল মনে। কিন্তু সেমিনার কক্ষে উপস্থিত হয়ে মনে হল, আজ অনুষ্ঠান সফল, বিধান প্রেক্ষাগৃহ ছিল কানায় কানায় ভরা!কেবল বর্তমান ছাত্রছাত্রীরাই নয়, কলেজের প্রাক্তন পড়ুয়ারা সেদিন হাজির ছিল। কলেজের বাইরে থেকে আরও আগ্রহী মানুষজন এসেছিলেন সেদিন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে হল উদ্বোধনী গান। আগে কখনও মঞ্চে উঠে কিছু বলিনি, কিন্তু আজ তো বলার বিষয় নয়, আজ যে গান গাইতে হবে! চিন্তাহীন থাকা আর সম্ভব হল না, কিন্তু উৎরে গেল সেই গান, এই দায়িত্বে আমার সঙ্গে আরও দু'জন ছিল। তারপর অতিথিদের বক্তৃতার পালা। সেমিনারে অতিথি বক্তা ছিলেন অধ্যাপিকা পম্পা হেমব্রম, অধ্যাপক অভিষেক বসু এবং শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী ডঃ সুবোধ হাঁসদা। ২০০৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলিতে সাঁওতালি ভাষার সংযুক্তকরণের কাহিনী, সাঁওতালি ভাষা ও তার সঙ্গে যুক্ত সাঁওতালি সমাজের রীতিনীতি সম্বন্ধে বললেন ডঃ হাঁসদা। অধ্যাপক অভিষেক বসুর বক্তৃতা থেকে জানতে পারলাম মূলত অনুবাদের তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ বিষয়ে। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ কীভাবে আমাদের বর্তমান আর ভবিষ্যৎ যাপনে সহায়ক হতে পারে, সেই বিস্তৃত বিষয়টি অভিষেকবাবু প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন। আমার মনে হল, সাঁওতালি জীবন আর অন্য ভাষাবাহিত জীবনের সঙ্গে সংযোগ-সেতু হয়ে পারে এই অনুবাদ! বাংলা বা ইংরেজি ভাষা থেকে সাঁওতালি ভাষায় আরও অনুবাদের প্রয়োজন আছে। আবার বিপরীতটিও প্রয়োজনীয়। অনুবাদের মাধ্যমে সাঁওতালি সাহিত্যকে অনেক বড় পরিসরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। সেমিনারের বিষয়টি নতুন, পড়া ও লেখার কাজ যে ব্যক্তিজীবনে এমন চিন্তাযোগ্য ও অনুপ্রেরণামূলক হতে পারে, তা যেন প্রথম অনুভব করলাম।

বক্তৃতার পরে কলেজ ক্যাম্পাসে হল এক পদযাত্রা। সমতার জন্য পদযাত্রা! এই যাত্রা যেন কতকাল ধরে চলেছে! একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি দুই জনজাতিকে আরও দীর্ঘকাল একসঙ্গে চলতে হবে। সাঁওতালি-বাংলা অনুবাদ কর্মশালা তা আবার মনে করিয়ে দিল। অনুবাদ কর্মশালায় সাঁওতালি ভাষার গান বা ছড়া আমরা অনুবাদ করেছি। প্রথমে আক্ষরিক অনুবাদ, পরে ভাবকে মোটামুটি অক্ষুণ্ন রেখে আক্ষরিক অনুবাদের ভাষাটিকে খানিক বললে দিয়েছিলাম। এক্ষেত্রে মাথায় ছিল টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ/বাংলার লজ যেন অক্ষুণ্ন থাকে। আমরা বন্ধুরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এই অনুবাদের কাজ করলাম। আমাদের দলটি যে অনুবাদ করেছিল তার মধ্যে একটি ছিল এইরকম:

সাঁওতালি গান:

আয়ো কুখিরে গেল্ বছর
বাবা দুলাড়রে গেলবার বছর
তাঁহেলন্ দম্ বিটি মনে বধাও গো
তেহেঞ আয়োবাবা মায়াম্ ছাডাও।

বাংলা অনুবাদ:

মায়ের কোলে দশ বছর
বাবার আদরে বারোটি বছর
তুমি ছিলে আমাদের হৃদয়জুড়ে
আজ ছেড়ে গেলে তুমি মা-বাবারে।

আমরা সকলেই সেদিন উচ্ছ্বসিত ছিলাম। সকলে মিলে সেমিনারটি যে আমরা সফল করতে পেরেছি, এই আনন্দের স্মৃতি আমাদের জীবনের সম্বল হয়ে রইল। এই সেমিনারের আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা আর সহপাঠীদের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল। এই শুভেচ্ছা ব্যক্তিগত, এবং সামূহিক। আমার সরকারি কলেজ সকল জনজাতির জন্য অবারিত দ্বার, এক আনন্দ-ক্ষেত্র, তা জন্ম-সাঁওতাল আমি চিরকাল স্মরণে রাখব। মানস স্যারকে সাঁওতালি ভাষায় বলছি: ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ!

"সমতার জন্য পদযাত্রা"

অনলাইন আলোচনা সভা। বিষয় রক্তকরবী।

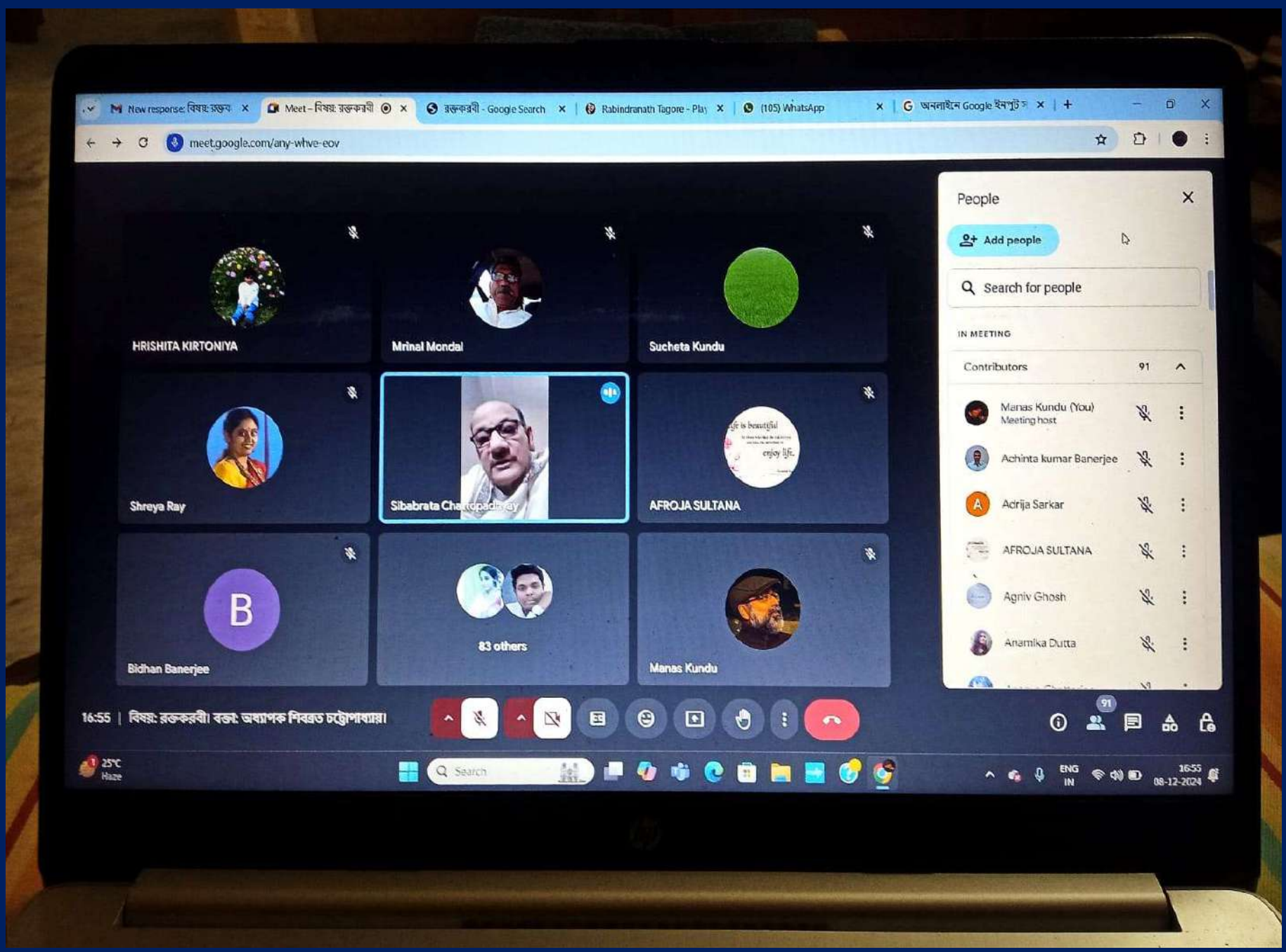

বক্তা: শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়। ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪

বাংলা বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা

লেখন

নির্মাণ: বাংলা অনার্স। পঞ্চম সেমেস্টার

দেওয়াল পত্রিকা উদ্বোধনে বিশেষ অতিথি
অধ্যাপক অমিতায়ু চক্রবর্তী, দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ

মেধা ও উৎকর্ষ সম্মান ২০২৪

বাংলা বিভাগে সর্বোচ্চ নাম্বার প্রাপ্ত ছাত্রী সুকন্যা সোম রায়

সুকন্যাকে পুরস্কার দিচ্ছেন অধ্যক্ষ দেবনাথ পালিত

বাংলা বিভাগে
পরবর্তী আলোচনা সভাগুলির বক্তা

অধ্যাপক রমেন সর, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক অমৃত সেন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক পার্থ গঙ্গোপাধ্যায়, দার্জিলিং সরকারি কলেজ
অধ্যাপক তন্ময় সিংহ মহাপাত্র, ঝাড়গ্রাম সরকারি কলেজ